তারিখ ... ১৫।৪।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৫ ...

৬।৪।৫

006

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সমস্যা

দেশের প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আজ অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮২-৮৩ সেশনের ক্লাস এক সঙ্গে আরম্ভ করায় সমস্যাগুলো আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রথমত: শিক্ষক সমস্যা : দুই শিফটের ক্লাস এক সঙ্গে আরম্ভ করা হলেও কোন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। শিক্ষকগণকে সকাল সাড়ে সাতটা হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস নিতে হয়। ফলে শিক্ষকগণ খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ইচ্ছে থাকা সত্বেও সুষ্ঠু শিক্ষাদান করতে পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত: বইয়ের অভাব: ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় বইয়ের পরিমাণ নিতান্তই কম। বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণ-ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তৃতীয়ত:, যন্ত্রপাতির অভাব : পূর্বের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী কয়েকগুণ বাড়লেও যন্ত্রপাতির পরিমাণ তেমন বাড়েনি। আর যে সামান্য যন্ত্রপাতি আছে সেইগুলো বহু পুরাতন ও ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। চতুর্থত: হোস্টেল সমস্যা : প্রয়োজনের তুলনায় হোস্টেলে সিটের পরিমাণ খুবই কম। পূর্বে যে কক্ষে তিন জন ছাত্র থাকত, বর্তমানে সেই কক্ষে পাঁচজন করে ছাত্র দেয়া হয়েছে। তবুও সিটের জন্য দরখাস্ত করে কয়েকশ' ছাত্র সিট পায়নি। সিট না পেয়ে ইতিমধ্যে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে চলে গেছে ছাত্রীদের জন্য কোন হোস্টেলের ব্যবস্থা না থাকায় তারা দারুণ অসহায় বোধ করছে।

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধান করে কারিগরি শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

--মো: ফজলুল হক (বড়খাঁর চরী);
১২৪, লতিফ ছাত্রাবাস (পূর্ব),
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

জাজিরায় এস,এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্র চাই

ফরিদপুর জেলার জাজিরা উপ-জেলায় ৫টি উচচ বিদ্যালয় রয়েছে এবং এসব উচচ বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর প্রায় তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। অথচ জাজিরা উপ-জেলায় কোন এস,এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্র নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের বিদ্যালয় থেকে ১৪-১৫ মাইল দূরে অবস্থিত পালং ও শিবচর পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। তদুপরি এ দু'টি কেন্দ্রের যাতায়াত ব্যবস্থা ও আবাসিক সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। যাতায়াতের জন্য স্থলপথে কিংবা নৌ-পথে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই; পায়ে হেটে যাওয়াই একমাত্র উপায়। তারপর আবাসিক সমস্যার কথা। এখানে তেমন কোন আবাসিক হোটেল নেই। যা দু'একটি আছে তাতেও পড়াশুনার পরিবেশ নেই এবং খরচ বেশী। তাই এ উপ-জেলার সদরে এবং অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জাজিরা মোহর আলী পাইলট উচচ বিদ্যালয়ে এস,এস,সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে আমরা ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই বাড়ী থেকেই এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারব এবং এসব সমস্যা থেকে অনেকটা অব্যাহতি পাব।

তাই ১৯৮৪ সাল থেকে জাজিরা মোহর আলী পাইলট উচচ বিদ্যালয়কে এস, এস, সি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন দানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাই।

১৯৮৪ সালের এস,এস,সি
পরীক্ষার্থীদের পক্ষে—

আলী আকবর, আমীর হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আহসান হাবীব, বিজয় কুমার, শিরিন আক্তার ও ইন্দিরা রানী।

জাজিরা, ফরিদপুর।